WEST BENGAL STATE UNIVERSITY

B.A. Honours Part-III Examination, 2016

বাংলা - সাম্মানিক

পঞ্চম পত্র

সময় : ৪ ঘন্টা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　পূর্ণমান : ১০০

প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা নির্দেশ করে। পরীক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় যথা সম্ভব শব্দসীমার মধ্যে উত্তর করিবেন।

১. সনেট কাকে বলে ? পেত্রার্কীয় সনেট ও শেক্সপিয়রীয় সনেটের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। বাংলা সনেট রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র কৃতিত্বের পরিচয় দাও। ৪+৪+১২

অথবা

উদাহরণসহ যে-কোনো দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করোঃ ১০+১০

(ক) এলিজি বা শোককাব্য।
(খ) আখ্যানকাব্য।
(গ) ট্র্যাজেডির নায়ক।

২. 'পরম অধর্মচারী রঘুকুলপতি' -- বারংবার উচ্চারিত এই অভিযোগ এবং খেদ কেকয়ী চরিত্রটিকে কীভাবে এক প্রতিবাদী নারীতে রূপান্তরিত করেছে, তা বীরাঙ্গনা কাব্যের সংশ্লিষ্ট পত্রটি বিশ্লেষণ করে দেখাও। ১৬

অথবা

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকারা কী অর্থে বীরাঙ্গনা, তা অন্তত গ্রন্থভুক্ত তিনটি চরিত্র অবলম্বনে সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৬+১০

৩. "রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবির বিশ্বপ্রীতি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাত্মবোধে উপনীত হয়েছে" -- মন্তব্যটি কতখানি সঙ্গত তা বিচার করো। ১৬

অথবা

"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা" -- পৃথিবী এবং স্বর্গকে এক করে দেখার অনুভূতি 'বৈষ্ণব কবিতা' অবলম্বনে ব্যাখ্যা করো। ১৬

৪. "দারিদ্র্য' কবিতার সূচনায় কবি নজরুল বলেছেন 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো মহান," আবার পরে বলেছেন "অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ।" --এই দুটি উক্তির তাৎপর্য ওই কবিতা অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও। ১৬

অথবা

'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় কবি কার কাছে কিসের কৈফিয়ত দিয়েছেন ? কবিতাটি অবলম্বনে কবির জীবন-দর্শনের পরিচয় দাও। ৬+১০

৫. কল্লোল যুগের রবীন্দ্রবিরোধী পটভূমিতে বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। ১৬

অথবা

'বধূ' কবিতায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক অভিনব আঙ্গিকে সমকালীন পটভূমিকায় অন্বিত করেছেন রবীন্দ্রকবিতাকে -- বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ১৬

৬. নিম্নলিখিত অংশটির কাব্যশৈলী বিচার করোঃ ১৬

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইতেছে। তরু শ্রেণী উদাসীন
রাজপথ পাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগে
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্ত বিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্ব প্রান্ততীর--
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব।'
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব'
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব না রে।'

অথবা

ভাবছি; ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।
এত কালো মেখেছি দু-হাতে এত কাল ধরে।
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি।
এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে; আয় আয় আয়।
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে; আয় আয়
যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো ?
সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো
যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাব না অসময়ে।